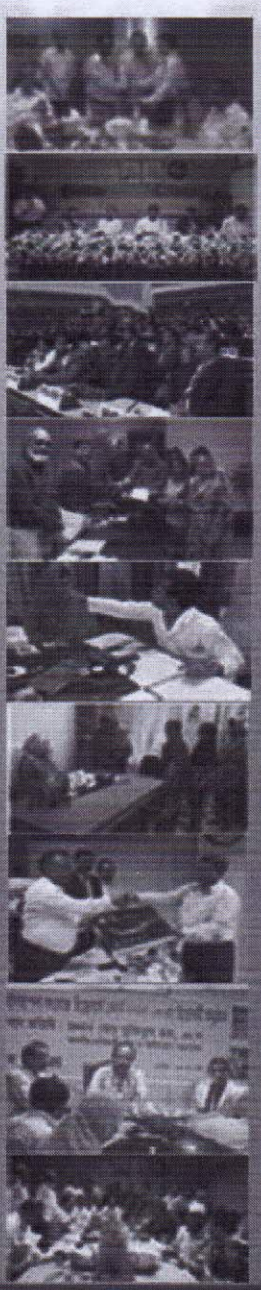

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)
বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

সময়কাল : ২০১৫-১৬ অর্থ বছর

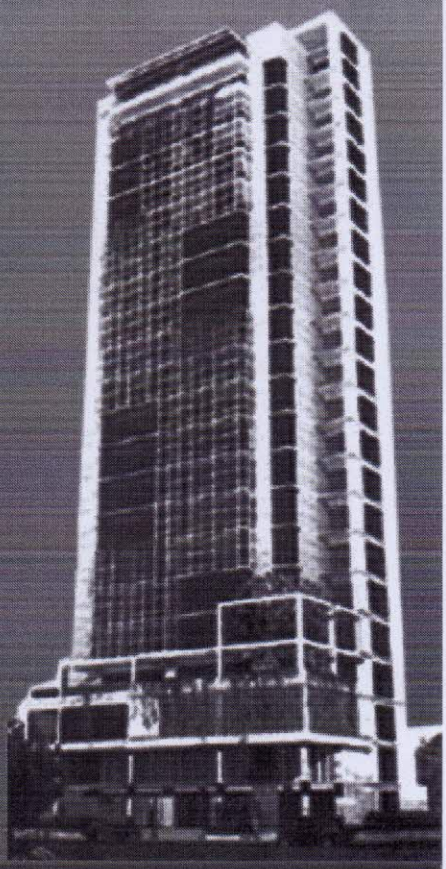

শ্রম পরিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম পরিদপ্তরের উদ্যোগে বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন বিষয়ক তথ্যাদি সম্বলিত বুকলেট প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ধরণের প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নানাবিধ কার্যক্রমের বিভিন্ন তথ্য জনগনের সামনে আরো সহজ ও সুন্দরভাবে তুলে ধরবে। এ বুকলেটের মাধ্যমে শ্রম পরিদপ্তরাধীন ০৪টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ০৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহের একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এরূপ প্রকাশনা দপ্তরটি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আমার নিকট প্রতিভাত হয়েছে। বুকলেট প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রম পরিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম দেশের সবাইকে অবহিত করার অভিপ্রায়ে বুকলেট প্রকাশের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি। শ্রম পরিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম পরিদপ্তরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক বুকলেট (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০১৬) প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। শ্রম পরিদপ্তর এর সার্বিক চিত্র বুকলেটের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সমাদৃত হবে। এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস । স্বচ্ছ, জবাবদিহি, গতিশীল ও নির্ভরযোগ্য প্রশাসন গড়ার প্রত্যয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এই চুক্তির ফলে দাপ্তরিক কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা বহুলাংশে নিশ্চিত করা যাবে।

শ্রম পরিদপ্তর গত অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বেশিরভাগ লক্ষ্যমাত্রাই অর্জন করতে পেরেছে। আমার বিশ্বাস এ দপ্তর তার কর্মধারা গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

মিকাইল শিপার